দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইন, ২০২২ বিল (খসড়া)

দেউলিয়া-বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে দেউলিয়া-বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন—(১) এই আইন 'দেউলিয়া বিষয়ক (সংশোধন) আইন, ২০২২' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২-এর—

(ক) উপধারা (৩৬)-এর 'অর্থ' শব্দটির পর 'প্রতিষ্ঠান,' শব্দ ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপধারা (৪০)-এর '২৩(১) ধারা বা ৪৬(৩) ধারার অধীনে নিযুক্ত অন্তর্বর্তী রিসিভার' শব্দগুলির পর 'এবং ৫১খ, ৫১ঘ, ৫১ঞ, ৫১ঠ, ৫১ড, ৫১ঢ, ৫১ণ, ৫১ত, ৫১থ, ৫১দ, ৫১ধ ও ৫১ফ ধারার অধীনে নিযুক্ত অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপধারা (৪১)-এর 'তাহার' শব্দটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুইটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,'-এর পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুইটি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঘ) উপধারা (৪১)-এর পর নিম্নরূপ ১২টি নূতন উপধারা (৪২) হইতে (৫৩) সংযোজিত হইবে, যথা—

''(৪২) 'কর্পোরেট আবেদনকারী' অর্থ—

(ক) কর্পোরেট দেনাদার; বা

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো সদস্য যিনি আইনগতভাবে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আবেদন করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি যিনি কর্পোরেট দেনাদারের কার্যপরিচালনা ও সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত; বা

(ঘ) কোনো ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

(৪৩) 'কর্পোরেট ব্যক্তি' অর্থ কোম্পানী আইন ১৯৯৪ বা বাংলাদেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনের আওতায় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান;

(৪৪) 'কর্পোরেট দেনাদার' অর্থ এমন কোন কর্পোরেট ব্যক্তি যার নিকট অন্য কোন ব্যক্তির পাওনা রহিয়াছে;

(৪৫) 'কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব' অর্থ যেকোন কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক দেউলিয়া কর্ম সংগঠন করায় যে কোন আর্থিক পাওনাদার, ব্যাবসায়িক পাওনাদার অথবা কর্পোরেট দেনাদার নিজের কর্তৃক অবসায়ন ব্যতিত বিকল্প স্বরূপ কর্পোরেট পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন বা পাওনাদারের নিয়ন্ত্রন বা অন্য যেকোন দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া;

(৪৬) 'আর্থিক পাওনাদার' (Financial Creditor) অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট আর্থিক দেনা রহিয়াছে এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তি ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট উক্ত দেনা আইনগতভাবে অর্পণ বা হস্তান্তর করা হইয়াছে;

(৪৭) 'ব্যাবসায়িক পাওনাদার' (Operational Creditor) অর্থ কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট কোনো ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত দেনা রহিয়াছে এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট উক্ত দেনা আইনগতভাবে অর্পিত বা হস্তান্তরিত হইয়াছে;

(৪৮) 'আর্থিক ঋণ' (Financial Debt) অর্থ Overdraft, Acceptance Credit বা অনুরূপ ব্যবস্থা, Loan Stock, বন্ড, ডিবেঞ্চার, নোট, ঋণ বা Inventory Financing, আর্থিক লিজ বা বিক্রয় এবং Lease Back Arrangement বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্ভূত ঋণগ্রস্ততা যাহার উদ্দেশ্য হইল অর্থ ধার করা, বৈদেশিক অ র্থের সুদের হার বা অন্য কোনো সোয়াপ, হেজিং অবলিগেশন, বি নিময় বিল, Recourse Obligation on Factored Loan এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দলিলের অধীন দায়সহ সকল প্রকার ধার গ্রহণ ও ব্যাংক ঋণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৯) 'ব্যাবসায়িক ঋণ' (Operational Debt) অর্থ নিয়োগ বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন উদ্ভূত কোনো বকেয়া পরিশোধসংক্রান্ত দেনাসহ মালামাল সংরক্ষ ণ বা সেবা -বিষয়ক কোনো দাবি;

(৫০) 'নিষ্পত্তির আবেদনকারী' অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি একক ভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে, ধারা -৫১-এর অধী নে পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিকট কোনো নিষ্পত্তি পরিকল্পনা দাখিল করেন;

(৫১) 'পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী' (Professional Insolvency Practitioner) অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ৬৪(১)-এর অধীন কোন রিসিভার এবং কর্পোরেট দেনাদার ও অন্য কোনো সত্তার অবসায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার উদ্দেশ্যে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী হিসাবে তালিকাভুক্ত। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবার জন্য নিযুক্ত কোনো অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫২) 'দেনাদারের পক্ষ' (related party), কর্পোরেট দেনাদার-সম্পর্কিত, অর্থ-

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডার অথবা কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারের স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই ও বোন;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা তাহার স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই ও বোন ;

(গ) কোনো অংশীদারি কারবার যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক বা তাহার স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই ও বোন একজন অংশীদার;

(ঘ) কোনো বেসরকারি কোম্পানি যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক একজন পরিচালক এবং তাহার স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই ও বোন সহ তিনি উহার শেয়ার মূলধনের ২% (দুই শতাংশের) অধিক শেয়ার ধারণ করেন;

(ঙ) কোনো সরকারি কোম্পানি যাহাতে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপক একজন পরিচালক এবং তাহার স্বামী বা স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, ভাই ও বোন সহ তিনি উহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ২% (দুই শতাংশের) অধিক শেয়ার ধারণ করেন;

(চ) কোনো বডি কর্পোরেট যাহার পরিচালনা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ব্যবস্থাপক তাহাদের সাধারণ কার্যের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপকের উপদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা -অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন;

(ছ) কোনো অংশীদারি কারবার যাহার অংশীদারগণ বা কর্মচারীগণ তাঁহাদের সাধারণ কার্যের অংশ হিসাবে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যবস্থাপকের উপদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা-অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন;

(জ) কোনো ব্যক্তি যাহার উপদেশ/পরামর্শ নির্দেশ বা নির্দেশনা মোতাবেক কর্পোরেট দেনাদারের পরিচালক, শেয়ার হোল্ডার বা ব্যবস্থাপক কার্য করিতে বাধ্য/অভ্যস্ত;

(ঝ) কোনো বডি কর্পোরেট যাহা কর্পোরেট দেনাদারের প্রধান, অধীনস্ত বা সহযোগী কোম্পানি, অথবা প্রধান কোম্পানির/হোল্ডিং কোম্পানির কোনো অধীনস্ত কোম্পানি যাহাতে কর্পোরেট দেনাদার একটি অধীনস্ত কোম্পানি;

(ঞ) কোনো ব্যক্তি মালিকানা ভোটিং চুক্তিবলে যিনি কর্পোরেট দেনাদারের ভোটাধিকারের ২০% (বিশ শতাংশ)-এর অধিক নিয়ন্ত্রণ করেন;

(ট) কোনো কর্পোরেট দেনাদার মালিকানা ভোটিং চুক্তিবলে যাহার ভোটাধিকারের ২০% (বিশ শতাংশ)-এর অধিক নিয়ন্ত্রণ করে;

(ঠ) কোনো ব্যক্তি যিনি কর্পোরেট দেনাদারের বা অনুরূপ গভর্নিং বডির গঠন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন;

(ড) কোনো ব্যক্তি যিনি নিম্নব র্ণিত কার ণে কর্পোরেট দেনাদারের সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছেন, যথা—

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ; বা

(আ) কর্পোরেট দেনাদার ও উক্ত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বিনিময়/আদান - প্রদান; বা

(ই) উক্ত ব্যক্তি ও কর্পোরেট দেনাদারের মধ্যে দুই -এর অধিক একই পরিচা লক রহিয়াছে; বা

(ঈ) কর্পোরেট দেনাদারের নিকট হইতে বা উহাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৫৩) 'ভোটাধিকার' অর্থ পাওনাদার ক মিটিতে কোনো একক আর্থিক ও ব্যাবসায়িক পাওনাদারের ভোটাধিকার যাহা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক আর্থিক ও ব্যাবসায়িক ঋণ সম্পর্কে উক্ত পাওনাদারের নিকট হইতে কৃত ঋণের আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।"

৩। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৪-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

''৪(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে , সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচার বিভাগীয় ক র্মকর্তার সমন্বয়ে যে-কোনো জেলায় দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রত্যেক জেলার জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে অনুরূপ আদালত গঠন করিতে পারিবে।''

৪। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৯-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৯-এর উপধারা (১)-এর—

(ক) দফা (ক)-এ 'এবং তাহার' শব্দ দুইটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুইটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,' শব্দ ও কমার (,) পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুইটি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে, 'কন্যার' শব্দটির পরিবর্তে 'কন্যা, ভাই, বোন ও কোনো ব্যক্তির' শব্দগুলি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ)-এ 'এবং তাহার' শব্দ দুইটির পর 'স্বামী বা' শব্দ দুইটি সন্নিবেশিত হইবে, 'স্ত্রী,' শব্দ ও কমার (,) পর 'পিতা, মাতা,' শব্দ দুইটি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে, 'কন্যার'

শব্দটির পরিবর্তে ‘কন্যা, ভাই, বোন ও কোনো ব্যক্তির’ শব্দগুলি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ১০-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১০-এর ‘পরিপ্রেক্ষিতে’ শব্দটির পর ‘কিংবা অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে কোনো আদালত কর্তৃক ডিক্রিপ্রাপ্ত হইলে’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘অভিহিত’ শব্দটির পর ‘হইবে। এই আইনের অধীনে দাখিলি মামলা অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলে, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত অনূর্ধ্ব আরও ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে’ শব্দগুলি, দাঁড়ি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে’।

৬। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ১২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১২-এর উপধারা (১)-এর—

(ক) দফা (গ)-এ ‘সংগঠিত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘সংঘটিত’ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ১৩-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (১)-এর দফা (ক)-এ ‘২০,০০০.০০ (বিশ হাজার)’ অঙ্ক, দশমিক, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে ‘৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ)’ অঙ্ক, দশমিক, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ২২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর—

(ক) উপধারা (১)-এ ’৬০ (ষাট)’ অঙ্ক, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে ’৩০ (ত্রিশ)’ অঙ্ক, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপধারা (২)-এর দফা (খ)-এ ‘প্রচারিত’ শব্দটির পর ‘জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘ও দেশের রাজধানী হইতে প্রকাশিত অন্তত দুইটি বাংলা দৈনিকের পর পর দুইটি’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘প্রকাশিত অন্তত দুইটি দৈনিক পত্রিকার একটি’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৩২ক-এর সংযোজন—উক্ত আইনের ধারা ৩২-এর পর নিম্নরূপ নূতন একটি ধারা ৩২ক সংযোজিত হইবে, যথা :

‘৩২কা নিম্নলিখিত কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার কারণে তাহার দ্বারা বা তাহার নিকট গচ্ছিত সিকিউরিটিজ বাজার সংক্রান্ত নিম্নলিখিত সম্পদ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য দলিল কোনো অবস্থাতেই বণ্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না; বা ক্রোকের আওতাভুক্ত সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে না; এবং একইসঙ্গে উক্ত ব্যক্তি যদি কোনো কোম্পানি হয়, তবে উহার অবলুপ্তির ক্ষেত্রে বর্ণিত সম্পদ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য দলিল উক্ত কোম্পানির পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না; বা পাওনাদারগণের দায়-দেনা পরিশোধের জন্যও ব্যবহার করা যাইবে না, যথা—

(ক) Clearing and Settlement-এর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক Central Counter Party ও ডিপোজিটরির নিকট গ্রাহক/বিনিয়োগকারীর গচ্ছিত অর্থ, সিকিউরিটিজ, মার্জিন বা জামানত (Guarantee);

(খ) ডিপোজিটরির নিকট গ্রাহকের/বিনিয়োগকারীর হিসাবে গচ্ছিত সিকিউরিটিজ;

(গ) স্টক-ব্রোকার, স্টক-ডিলার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী, Security Custodian বা Custodian-এর নিকট গ্রাহক/বিনিয়োগকারী কর্তৃক গচ্ছিত অর্থ বা সিকিউরিটিজ;

(ঘ) সিকিউরিটিজ ইস্যুর উদ্দেশ্যে প্রবর্তক (Originator) কর্তৃক কোনো Special Purpose Vehicle বা ট্রাস্ট-এর নিকট হস্তান্তরকৃত বা গচ্ছিত সম্পদ;

(ঙ) Settlement Guarantee Fund বা Investor Protection Fund-এর সকল প্রকার সম্পদ;

(চ) ইসলামি সিকিউরিটিজ বা অন্য কোনো ঋণ পত্র বা Debt Securities-এর দায় পরিশোধের নিমিত্ত গঠিত বা রক্ষিত কোনো সঞ্চিতি বা তহবিল বা সম্পদা'

১০। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৩৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৮-এর উপধারা (৪)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা :

"(৫) উপধারা (১)-এর অধীনে প্রণীত তপশিলে কোনো ব্যক্তি, তাঁহার নাম বাদ পড়িবার কারণে, সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ জারির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনার (review) জন্য আবেদন করিতে পারিবে।"

১১। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৪৩-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৩-এর উপধারা (১)-এর 'প্রস্তাব বিবেচনার জন্য' শব্দগুলির পর 'আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে' শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে এবং 'যোগ্যতা সম্পর্কে' শব্দ দুইটির পর 'উক্ত' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

১২। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৪৬-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৬-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর 'দেনাদার তাহার দেনাসমূহ' শব্দগুলির পর 'কিংবা পাওনাদারগণ, একক বা যৌথভাবে, তাহাদের পাওনাসমূহ' শব্দগুলি ও কমা (,) দুইটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপধারা (২)-এর 'যথাযোগ্য দেনাদার' শব্দ দুইটির পর 'বা পাওনাদার' শব্দ দুইটি সন্নিবেশিত হইবে এবং '৯০ (নব্বই)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (৪)-এর দফা (খ)-এর 'পরিকল্পনা সম্পর্কে' শব্দ দুইটির পর '১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে' সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে এবং 'তাহার মতামতসহ,' শব্দ দুইটি ও কমার (,) পর 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে,' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৪৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৭-এর উপধারা (৩)-এর '৬০ (ষাট)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '৩০ (ত্রিশ)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৪৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৮-এর—

(ক) উপধারা (৩)-এর 'দুই' শব্দটির পরিবর্তে 'এক' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (৪)-এর দফা (খ)-এর 'তিনি' শব্দটির পর 'ব্যাংক বা অন্য কোনো উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কিংবা ঋণ বারংবার পুনঃতপশিল করিয়া কিংবা ঋণপত্র ইস্যু করিয়া' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপধারা (৪)-এর দফা (চ)-এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপধারা (৪)-এর দফা (ঝ)-এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপধারা (৮)-এর দফা (খ)-এর শর্তাংশে 'বার' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(চ) উপধারা (৮)-এর দফা (ঘ)-এর 'তিন' শব্দটির পরিবর্তে 'ছয়' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনে নূতন পঞ্চম-ক অধ্যায় সংযোজন—উক্ত আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের পর নিম্নোক্ত নূতন 'পঞ্চম-ক অধ্যায়' সংযোজিত হইবে, যথা—

পঞ্চম-ক অধ্যায়

কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া

৫১ক। যেসকল ব্যক্তি কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন—যেইক্ষেত্রে কোনো কর্পোরেট দেনাদার এই আইনের ধারা ৯-এর অধীনে কোনো দেউলিয়া কর্ম সংগঠন করেন , সেইক্ষেত্রে যে-কোনো আর্থিক পাওনাদার , ব্যাবসায়িক পাওনাদার বা কর্পোরেট দেনাদার নিজেই, এই আইনের অন্যত্র নির্ধারিত কোনো অধিকার বা আইনি প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অবসায়ন (liquidation) প্রক্রিয়ার বিকল্প সরূপ, এই অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন।

৫১খ। আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু—(১) যেইক্ষেত্রে কোনো কর্পোরেট দেনাদার কোনো দেউলিয়া কর্ম সংঘটন করেন সেইক্ষেত্রে আর্থিক পাওনাদার নিজে এককভাবে বা অন্য কোনো আর্থিক পাওনাদার বা আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে, এই আইনের অন্যত্র নির্ধারিত কোনো অধিকার বা আইনি প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অবসায়ন (liquidation)

প্রক্রিয়ার বিকল্প সরূপ, দেউলিয়া-বিষয়ক আদালতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫১দ-এর উপধারা ৭-এর দফা (ক) ও দফা (খ)-এ বর্ণিত আর্থিক পাওনাদারগণ একই শ্রেণির ১০০ (একশত) পাওনাদারের কম নহে এমন সংখ্যক অথবা মোটসংখ্যক পাওনাদারের ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাওনাদার, যাহা কম, যৌথভাবে কর্পোরেট দেওয়ালিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, আর্থিক পাওনাদারগণ, যাহারা রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের অংশীদার, একই রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের একই শ্রেণির ১০০ (একশত) পাওনাদারের কম নহে এমন সংখ্যক অথবা মোট সংখ্যক পাওনাদারের ন্যূনতম ১০ শতাংশ পাওনাদার, যাহা কম, যৌথভাবে কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেওয়ালিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন করিবেন।

ব্যাখ্যা : এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'দেউলিয়া কর্ম' বলিতে শুধু আবেদনকারীর আর্থিক পাওনাকেই বুঝাইবে না, বরং কর্পোরেট দেনাদারের অন্যান্য আর্থিক পাওনাকেও বুঝাইবে।

(২) আর্থিক পাওনাদার নির্ধারিত ফর্মে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া উপধারা ১-এর অধীনে আবেদন করিবেন।

(৩) আর্থিক পাওনাদার আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিবেন:

(ক) তথ্য ও প্রমাণাদিসহ পরিশোধে অক্ষম ঋণের পরিমাণ;

(খ) একজন কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর নাম যিনি অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(গ) দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য তথ্য।

(৪) উপধারা ২-এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত উপধারা ৩-এর অধীনে আর্থিক পাওনাদার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করিয়া দেউলিয়া কর্ম নিরূপণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত দেউলিয়া কর্ম নিরূপণ করিতে না পারেন এবং উপধারা ৫-এর অধীনে আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে এই সংক্রান্ত যথাযথ কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত সন্তুষ্ট হন যে—

(ক) দেউলিয়া কর্ম সংঘটিত হইয়াছে এবং উপধারা ২-এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ এবং প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান নাই, তাহা হইলে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে, আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করিবেন; অথবা

(খ) দেউলিয়া কর্ম সংঘটিত হয় নাই এবং উপধারা ২-এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ এবং প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান রহিয়াছে, তাহা হইলে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে, আবেদনপত্রটি না-মঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপধারা ৫-এর দফা (খ)-এর অধীনে আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপধারা ৫-এর অধীনে আবেদনপত্র মঞ্জুরের দিন হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবে।

(৭) দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে—

(ক) উপধারা ৫-এর দফা (ক)-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ আর্থিক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে;

(খ) উপধারা ৫-এর দফা (খ)-এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ আর্থিক পাওনাদারকে অবহিত করিবেন।

৫১গ। ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুকরণ—(১) কর্পোরেট দেনাদার দেউলিয়া কর্ম সংঘটন করিলে একজন ব্যাবসায়িক পাওনাদার নির্ধারিত ফর্মে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিশোধিত ঋণের টাকা দাবি করিয়া ব্যাবসায়িক দেনাদারের প্রতি একটি নোটিশ অথবা চালানের (invoice) একটি কপি প্রদান করিবেন।

(২) কর্পোরেট দেনাদার উপধারা ১ অনুযায়ী নোটিশ বা চালানের কপি পাইবার অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে—

(ক) এইরূপ নোটিশ পাইবার পূর্বেই একই বিষয়ে কোনো মামলার অস্তিত্ব অথবা চলমান কোনো মামলা বা সালিশের তথ্য, যদি থাকে, প্রেরণের মাধ্যমে;

(খ) অপরিশোধিত ব্যাবসায়িক ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে—

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যাংক হিসাব হইতে টাকা (অর্থ) হস্তান্তরের ইলেক্ট্রনিক দলিলের সত্যায়িত কপি প্রেরণের মাধ্যমে; এবং

(আ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত চেক ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক নগদায়ন-সম্পর্কিত তথ্যের সত্যায়িত কপি প্রেরণের মাধ্যমে, ব্যাবসায়িক পাওনাদারকে অবহিত করিবেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'দাবি নোটিশ (demand notice)' বলিতে ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া ব্যাবসায়িক ঋণের অর্থ দাবি করিয়া কর্পোরেট দেনাদারকে প্রদত্ত নোটিশকে বুঝাইবে।

৫১ঘ। ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন—(১) ধারা ৫১গ-এর উপধারা ১-এর অধীনে পাওনা অর্থ দাবি করিয়া নোটিশ বা চালান প্রেরণের ১০ (দশ) দিনের পরেও যদি কর্পোরেট দেনাদার ব্যাবসায়িক পাওনাদারকে কোনো অর্থ পরিশোধ না করে অথবা ধারা ৫১গ-এর উপধারা ২-এর অধীনে বিরোধের কোনো নোটিশ প্রদান না করে, তাহা হইলে ব্যাবসায়িক পাওনাদার দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) নির্ধারিত ফর্মে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া উপধারা ১-এর অধীনে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ব্যাবসায়িক পাওনাদার তাহার আবেদনের সহিত নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিবে—

(ক) পাওনা অর্থ দাবি করিয়া ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি প্রেরিত চালানের কপি অথবা দাবি নোটিশ;

(খ) অপরিশোধিত অর্থ-সম্পর্কিত বিরোধ-সংক্রান্ত কোনো নোটিশ কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রেরিত হয় নাই মর্মে একটি অ্যাফিডেভিট;

(গ) ব্যাবসায়িক পাওনাদারের হিসাবে কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক অপরিশোধিত ব্যাবসায়িক ঋণের কোনো অর্থ জমা হয় নাই মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক অপরিশোধিত ঋণের কোনো অর্থ ব্যাবসায়িক পাওনাদারকে পরিশোধ করা হয় নাই মর্মে অন্য কোনো প্রমাণ থাকিলে উহার কপি; এবং

(ঙ) ইহা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত এই সংক্রান্ত প্রমাণাদি।

(৪) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভকারী ব্যাবসায়িক পাওনাদার একজন পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন যিনি অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) উপধারা ২-এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে—

(অ) আবেদন মঞ্জুর করিবেন এবং মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত ব্যাবসায়িক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে অবহিত করিবেন, যদি—

(ক) উপধারা ২-এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ হয়;

(খ) অপরিশোধিত ব্যাবসায়িক ঋণের অর্থ পরিশোধ না করা হয়;

(গ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করিবার নিমিত্তে ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক চালান অথবা নোটিশ প্রেরিত হইয়া থাকে;

(ঘ) ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক বিরোধ সম্পর্কিত কোনো নোটিশ গৃহীত না হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান না থাকে।

(আ) আবেদন না-মঞ্জুর করিবেন এবং না-মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত ব্যাবসায়িক পাওনাদার এবং কর্পোরেট দেনাদারকে অবহিত করিবেন, যদি—

(ক) উপধারা ২-এর অধীনে প্রদত্ত আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ হয়;

(খ) অপরিশোধিত ব্যাবসায়িক ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়;

(গ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করিবার নিমিত্তে ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি চালান অথবা নোটিশ প্রেরিত না হইয়া থাকে;

(ঘ) ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক বিরোধ সম্পর্কিত কোনো নোটিশ গৃহীত হইয়া থাকে; অথবা

(ঙ) প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (আ)-এর (ক)-এর অধীনে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপধারা ৫-এর অধীনে আবেদন মঞ্জুরের দিন হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

৫১ঙ। কর্পোরেট আবেদনকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু—(১) যেক্ষেত্রে একজন কর্পোরেট দেনাদার দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হইবেন সেইক্ষেত্রে কর্পোরেট আবেদনকারী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত-এর নিকট আবেদনের মাধ্যমে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত ফর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতি ও নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিবেন—

(ক) হিসাবের বহি-সম্পর্কিত তথ্যাবলি এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য দলিল, যদি থাকে;

(খ) প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী-সম্পর্কিত তথ্যাবলি; এবং

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের অংশীদারদের মধ্যে ন্যূনতম তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক গৃহীত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন অনুমোদন সংক্রান্ত বিশেষ সিদ্ধান্ত।

(৪) আবেদনপত্র গ্রহণের অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত, আদেশের মাধ্যমে-

(ক) আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ হইলে অথবা প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান না থাকিলে আবেদনপত্র মঞ্জুর করিবেন; অথবা

(খ) আবেদনপত্র অপূর্ণাঙ্গ হইলে অথবা প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক কার্যধারা চলমান থাকিলে আবেদনপত্র না-মঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত আবেদনপত্র না-মঞ্জুর আদেশ প্রদানের পূর্বে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনকারী বরাবর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) এই ধারার উপধারা (৪)-এর অধীন আবেদন মঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবে।

৫১চ। কর্পোরেট দেওলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্থগিতকরণ—ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ...(এই আইন সংশোধনের তারিখ) ..... তারিখের পূর্বে বা পরের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সংঘটিত কোনো দেউলিয়া কর্মের ভিত্তিতে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর কোনো আবেদন দায়ের করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা : .....(এই আইন সংশোধনের তারিখ) .....তারিখের পূর্বে সংঘটিত কোনো দেউলিয়া কর্মের ভিত্তিতে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর কোনো আবেদন দায়ের করা যাইবে না।

৫১ছ। আবেদনের অযোগ্য ব্যক্তিগণ—নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই অধ্যায়ের অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার আবেদন করিতে পারিবে না, যথা—

(ক) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কোনো কর্পোরেট দেনাদার;

(খ) আবেদনের ১ (এক) বৎসর পূর্বে নিষ্পত্তি হওয়া দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কোনো কর্পোরেট দেনাদার;

(গ) আবেদনের ১ (এক) বৎসর পূর্বে অনুমোদিত কোনো নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ভঙ্গকারী কোনো কর্পোরেট দেনাদার বা আর্থিক পাওনাদার; এবং

(ঘ) যে কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে অবসায়ন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ১ : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'কর্পোরেট দেনাদার' বলিতে কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর আবেদনকারীকেও বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২ : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই মর্মে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে, এই ধারার (ক) হইতে (ঘ) দফায় বর্ণিত কোনো কর্পোরেট দেনাদারকে অন্য কোনো কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন করা হইতে বারিত করিবে না।

৫১জ। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণের সময়সীমা—(১) উপধারা ২-এর বিধানসাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর আবেদন মঞ্জুরের দিন হইতে ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব ঘোষণা প্রক্রিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) মোট ভোটার সংখ্যার ৬৬ (ছেষট্টি) শতাংশ ভোটাধিকার রহিয়াছে এমন পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া সমাপ্তকরণের সময়সীমা বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হইলে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ১২০ (একশত বিশ) দিনের বেশি সময় বৃদ্ধির জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা ২-এর অধীনে আবেদন গ্রহণের পর যদি দেউলিয়া বিষয়ক আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে আরও ৬০ (ষাট) দিনের বেশি নহে এমন সময়সীমা বৃদ্ধির আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৫১ঝ। ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ-এর অধীনে মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাহারকরণ—এতদ্দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাওনাদার কমিটির মোট ভোটার সংখ্যার ৯০ (নব্বই) শতাংশ ভোটার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আবেদনকারী ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ-এর অধীনে মঞ্জুরকৃত আবেদন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৫১ঞ। দেনা স্থগিতকরণের ঘোষণা এবং বিজ্ঞপ্তি—(১) ধারা ৫১খ, ৫১ঘ এবং ৫১ঙ-এর অধীনে আবেদন মঞ্জুরের পর দেউলিয়া বিষয়ক আদালত—

(ক) ধারা ৫১ট-তে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ১৮০ দিনের জন্য দেনা পরিশোধ স্থগিত রাখিবার ঘোষণা প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালে এই আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রতিষ্ঠিত দেউলিয়া বিষয়ক আদালত ৫১ষ ধারার অধীনে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করিলে এইরূপ নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হইতে দেনা স্থগিতকরণের যথাযোগ্যতা সমাপ্ত হইবে।

(খ) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং ধারা ৫১ঠ-এর অধীনে দাবি আহ্বান করিবেন; এবং

(গ) ধারা ৫১ড-এর অধীনে একজন অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন।

(২) অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ দেওয়ার পরপরই উপধারা ১(খ)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

৫১ট। দেনা স্থগিতকরণ—(১) উপ-ধারা (২), (৩), (৫) ও (৬) -এর বিধানসাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখেই দেউলিয়া বিষয়ক আদালত নিম্নলিখিত কার্যাবলি নিষিদ্ধ করিয়া ধারা ৫১ঞ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন ১৮০ (একশত আশি) দিনের জন্য দেনা পরিশোধ স্থগিতকরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, যথা—

(ক) কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল, সালিশি প্যানেল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করাসহ কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের বা দায়েরকৃত কোনো মামলার বিচার চালু রাখা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কোনো সম্পত্তি বা অধিকারের উপর নূতন কোনো দায় সৃষ্টি, হস্তান্তর, স্থানান্তর বা অন্য কোনো ভাবে হস্তান্তর;

(গ) কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক বন্ধককৃত বা জামানত হিসাবে রক্ষিত কোনো সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার হরণের মামলা দায়ের বা কোনো অধিকার বা জামানত উদ্ধারের মামলা;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের দখলে অথবা অধিকারে থাকা কোনো সম্পত্তি উদ্ধার করা।

ব্যাখ্যা : এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, স্থানীয় সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো লাইসেন্স, মঞ্জুরি, অনুমোদন, নিবন্ধনের অধীন কোনো অধিকার, যদি না এই ধরনের অধিকার ব্যবহার-সংক্রান্ত কোনো দাবি অনাদায়ি থাকে, দেউলিয়াত্বের কারণে স্থগিত থাকিবে না।

(২) দেনা স্থগিতকরণ বজায় থাকাকালে কর্পোরেট দেনাদারের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ স্থগিত বা বন্ধ হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, দেনা স্থগিতকরণ বজায় থাকাকালে এইরূপ পণ্য সরবরাহ-সংক্রান্ত কোনো দেনা অপরিশোধিত থাকিলে সেইক্ষেত্রে পণ্য বা সেবা সরবরাহ স্থগিত বা বন্ধ করা যাইবে।

(৩) উপধারা ১-এর বিধান নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না—

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও ঘোষিত কোনো লেনদেন, চুক্তি বা বিলিব্যবস্থা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের সহিত জামিননামা চুক্তির অধীনে থাকা কোনো জামিনদার।

(৪) উপ-ধারা (১)-এর অধীন কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্থগিত থাকাকালীন, পাওনাদারগণের কমিটি, অন্যূন ৩৩% (তেত্রিশ শতাংশ) ভোটাধিকারসম্পন্ন সদস্য কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে, পাওনাদারগণ দেনা স্থগিতকরণ হইতে প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে, যদি-

(ক) কর্পোরেট দেনাদার দেনা পরি শোধ বিলম্ব করিতে বা এড়াইবার উদ্দেশ্যে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে চায় মর্মে আপাতগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ (prima-facie evidence) থাকে; বা

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের আচরণ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার পাওনাদারগণের স্বার্থ হানি করিবার উদ্দেশ্য রহিয়াছে।

(৫) উপ-ধারা (৪)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা ৪ এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত উক্ত স্থগিতকরণ আদেশ ৯০ দিনের জন্য প্রত্যাহার করিতে পারিবে, যাহাতে উক্ত সময়ের মধ্যে পাওনাদারগণের কমিটি পাওনাদারগণের ঋণ আদায়ের জন্য যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

৫১ঠ। কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াসংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি—(১) ধারা ৫১ঞ-এর অধীনে প্রচারিত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াসংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা—

(ক) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কর্পোরেট দেনাদারের নাম ও ঠিকানা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদার যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত এইরূপ প্রতিষ্ঠানের নাম;

(গ) দাবি উপস্থাপনের সর্বশেষ তারিখ;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যবস্থাপনাকারী এবং দাবি গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য;

(ঙ) মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক দাবির শাস্তি;

(চ) কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তের তারিখ।

(২) এই ধারার অধীনে গণবিজ্ঞপ্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে।

৫১ড। অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ ও মেয়াদ—(১) দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ হইতে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত একজন অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী (Interim Resolution Professional) নিয়োগ প্রদান করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে আর্থিক পাওনাদার অথবা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকেই অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন, যদি তাহার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান না থাকে।

(৩) যেক্ষেত্রে একজন ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে এবং—

(ক) অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত একজন অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিবেন;

(খ) যেক্ষেত্রে ব্যাবসায়িক পাওনাদার কর্তৃক ধারা ৫১ঘ-এর ৪ উপধারার অধীনে একজন অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকারীকে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে নিয়োগ করিবেন, যদি তাহার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান না থাকে।

(৪) ধারা ৫১ধ-এর অধীনে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী তাহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৫১চ। অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনা—(১) অন্তর্বর্তীকালীন পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদানের তারিখ হইতে—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর উপর বর্তাইবে;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের বোর্ড অব ডিরেক্টর অথবা অংশীদারদের ক্ষমতা স্থগিত থাকিবে এবং এইরূপ ক্ষমতা অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক প্রয়োগ করা হইবে;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকগণ যে-কোনো বিষয়ে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে অবহিত করিবেন এবং অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর চাহিদা-অনুযায়ী দলিলপত্র সরবরাহ করিবেন; এবং

(ঘ) যেসকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব রহিয়াছে সেই সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নির্দেশনা-অনুযায়ী কার্যক্রম, কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেট দেনাদারসম্পর্কিত তথ্যাবলি অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সরবরাহ করিবে।

(২) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে সব ধরনের দলিল, রসিদ এবং অন্যান্য দলিলাদি, যদি থাকে, সম্পাদন করিবেন;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক তথ্য রহিয়াছে এমন যে-কোনো ধরনের ইলেক্ট্রনিক দলিল বা নথি ব্যবহার করিতে পারিবেন;

(গ) সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, হিসাবরক্ষক অথবা এই ধরনের অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সংরক্ষিত কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত যে-কোনো হিসাবের বহি, দলিল, নথি, বিবরণী অথবা অন্যান্য দলিলপত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদার-সম্পর্কিত বলবৎ আইনের বিধানাবলি অনুসরণ করিবেন।

৫১ণ। অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য—অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক অবস্থা নিরূপণকল্পে তাহার অর্থ, সম্পত্তি এবং কার্যক্রমসম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যাবলি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন এবং সরবরাহকারী তা হা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন—

(অ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম;

(আ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের আর্থিক লেনদেনের তথ্য;

(ই) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ পর্যন্ত সম্পত্তি ও দায়-দেনার হিসাব; এবং

(ঈ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য;

(খ) গণবিজ্ঞপ্তির আলোকে পাওনাদার কর্তৃক উপস্থাপিত সকল ধরনের দাবি ও অভিযোগ সংগ্রহ করিবেন;

(গ) ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে একটি পাওনাদার কমিটি গঠন করিবেন;

(ঘ) পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদান করা পর্যন্ত কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তির তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করিবেন; এবং

(ঙ) কর্পোরেট দেনাদারের অধিকারে থাকা নিম্নলিখিত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও দখল নিবেন—

(অ) কর্পোরেট দেনাদারের অধিকারে থাকা সম্পত্তি, এমনকি যদি তাহা বিদেশেও থাকে;

(আ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি;

(ই) বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তিসহ যে-কোনো ধরনের স্পর্শাতীত সম্পত্তি;

(ঈ) কর্পোরেট দেনাদারের নিকট অর্পিত যে-কোনো ধরনের জামানত, শেয়ার এবং বিমা পলিসি;

(উ) কর্পোরেট দেনাদার-সম্পর্কিত এমন সম্পত্তি যাহার মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন; এবং

(চ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব।

ব্যাখ্যা : এই ধারার অধীনে 'সম্পত্তি' বলিতে নিম্নোক্ত সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের অধীনে থাকা তৃতীয় ব্যক্তির কোনো সম্পত্তি;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সম্পত্তি।

৫১ত। যেসকল ব্যক্তি অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করিবেন—(১) নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করিবেন—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের প্রবর্তক বা উদ্যোক্তা;

(গ) কর্পোরেট দেনাদার-সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি।

(২) যেক্ষেত্রে উপধারা ১-এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা না করেন সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাহিয়া অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা ২-এর অধীনে আবেদনপত্র পাইবার পর আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

৫১থ। নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অধীনে থাকা কর্পোরেট দেনাদারসম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা—(১) কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি রক্ষা ও ইহার মূল্য সংরক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপধারা ১-এর অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) হিসাবরক্ষক, আইনজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষে যে-কোনো ধরনের চুক্তি করা অথবা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার পূর্বের কোনো চুক্তি সংশোধন বা পরিবর্তন;

(গ) অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি এবং অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক পাওনাদারের জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের সমান অধিকার বা সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের বিষয় ব্যবস্থাপনার জন্য কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঙ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫১দ। পাওনাদার কমিটি—(১) কর্পোরেট দেনাদারের বিপক্ষে গৃহীত সকল ধরনের দাবি বা অভিযোগ একত্রিতকরণ এবং কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক অবস্থান নির্ণয় করিবার পর অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী ৫১(ণ) ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পাওনাদারদের একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(২) উপধারা ১-এর অধীনে গঠিত কমিটিতে সকল আর্থিক পাওনাদার এবং ব্যাবসায়িক পাওনাদারের সদস্য পদ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫১প-এর উপধারা (৫), (৬) এবং (৭)-এ বর্ণিত কোনো আর্থিক পাওনাদার অথবা তাহার প্রতিনিধি যদি কর্পোরেট দেনাদারের পক্ষ-সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত সদস্যের পাওনাদার কমিটির সভায়, কোনো ধরনের প্রতিনিধিত্ব করা, অংশগ্রহণ করা অথবা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থাকিবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা কোনো আর্থিক পাওনাদার, যেক্ষেত্রে লেনদেনটি আর্থিক দেনাদারের দেনা ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরকরণ অথবা স্থলাভিষিক্তকরণ-সম্পর্কিত যাহা দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে ইহার ক্ষেত্রে অনুবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপধারা (৬) এবং (৭)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, যদি একই কর্পোরেট দেনাদার কোনো অংশীদারিত্ব অথবা চুক্তির অধীনে একাধিক আর্থিক পাওনাদারের নিকট দায়বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ প্রত্যেক

পাওনাদার ‘পাওনাদার কমিটি’-এর সদস্য হইবেন এবং প্রত্যেকের নিজের পাওনা অনুপাতে ভোটাধিকার থাকিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো আর্থিক পাওনাদার একত্রে ব্যাবসায়িক পাওনাদারও হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে—

(ক) এইরূপ ব্যক্তি আর্থিক দেনার অনুপাতে আর্থিক পাওনাদার হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ভোটাধিকারসহ পাওনাদার কমিটির সদস্য হইবেন;

(খ) এইরূপ ব্যক্তি ব্যাবসায়িক ঋণের অনুপাতে ব্যাবসায়িক পাওনাদার হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং ভোটাধিকারসহ পাওনাদার কমিটির সদস্য হইবেন।

(৫) একজন ব্যাবসায়িক পাওনাদার তাহার ব্যাবসায়িক ঋণ কোনো আর্থিক দেনাদারের নিকট আইনগতভাবে হস্তান্তর করিলে এইরূপ হস্তান্তর গ্রহীতা, ব্যাবসায়িক ঋণের অনুপাতে, ব্যাবসায়িক পাওনাদার হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে আর্থিক দেনা সম্পর্কিত কোনো অংশীদারি চুক্তিতে সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে একটিমাত্র ট্রাস্ট্রি অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক আর্থিক পাওনাদার—

(ক) এইরূপ ট্রাস্টি অথবা প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের পক্ষে পাওনাদার কমিটিতে তাহাদের পাওনা অনুপাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ ক্ষমতা প্রদান করিবেন;

(খ) ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব করিবেন;

(গ) ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিজ খরচে একজন পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঘ) অন্য এক বা একাধিক পাওনাদারের সহিত যৌথভাবে অথবা আলাদাভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে আর্থিক দেনা—

(ক) জামানতরূপে থাকে এবং দেনা চুক্তিতে সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে একটিমাত্র ট্রাস্ট্রি অথবা প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ট্রাস্টি অথবা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে কার্য সম্পাদন করিবেন;

(খ) নির্দিষ্টসংখ্যক পাওনাদারের, দফা (ক) অথবা উপধারা (৬)-এ বর্ণিত পাওনাদার ব্যতীত, হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে পেশাদার নিষ্পত্তিকারী সকল পাওনাদার এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বকারী নিষ্পত্তিকারীর নামসংবলিত একটি তালিকা দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন। এইরূপ তালিকা গ্রহণের পর আদালত পাওনাদার কমিটির প্রথম সভার পূর্বেই প্রতিনিধিত্বকারী নিষ্পত্তিকারীকে নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(গ) কোনো অভিভাবক বা সম্পাদনকারী অথবা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব করা হইয়া থাকে এইরূপ ব্যক্তি আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে কার্য সম্পাদন করিবেন; এবং

(ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)-তে বর্ণিত সকল প্রতিনিধি পাওনাদার কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন।

(৮) উপধারা ৭-এর দফা (ক) এবং (গ)-এ বর্ণিত প্রতিনিধিগণ আর্থিক দেনা চুক্তি অথবা অন্য কোনো চুক্তি, যদি থাকে, সম্মানি ভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং উপধারা ৭-এর দফা (খ)-তে বর্ণিত প্রতিনিধির সম্মানি ভাতা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচ হইতে পরিশোধ করা হইবে।

(৯) দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত উপধারা (৬) এবং (৭)-এ বর্ণিত আর্থিক পাওনার অনুপাতে ভোটাধিকার নির্ধারণ করিবেন।

(১০) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাওনাদার কমিটির সকল সিদ্ধান্ত ৬৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো আর্থিক পাওনাদার না থাকে, সেইক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত নিয়ম-অনুসারে পাওনাদার কমিটি গঠিত হইবে।

(১১) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালে পাওনাদার কমিটির সদস্যদের একক, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে, কর্পোরেট দেনাদার-সম্পর্কিত যে-কোনো তথ্য চাহিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(১২) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী উপধারা ১১-এর অধীনে চাহিত তথ্য চাহিবার তারিখ হইতে অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরবরাহ করিবেন।

৫১ধ। পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ—(১) পাওনাদার কমিটি গঠনের অনধিক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাহারা প্রথম বৈঠকে মিলিত হইবেন।

(২) পাওনাদার কমিটির প্রথম বৈঠকে, আর্থিক পাওনাদারদের ভোটাধিকারের ৬৬ শতাংশের কম নহে এমন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ইতঃপূর্বে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী অথবা অন্য কোনো পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) পাওনাদার কমিটি উপধারা ২-এর অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর—

(ক) অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, তাঁহার সম্মতি সাপেক্ষে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হইলে এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, কর্পোরেট দেনাদার এবং দেউলিয়া-বিষয়ক আদালতকে অবহিত করিবেন; অথবা

(খ) নির্ধারিত ফর্মে সংশ্লিষ্ট নিষ্পত্তিকারীর সম্মতি গ্রহণপূর্বক পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে এইরূপ সিদ্ধান্তের বিষয় ৭ দিনের মধ্যে অবহিত করিয়া তাহার নিয়োগের জন্য দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে আবেদন করিবেন।

(৪) উপধারা ৩-এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণের পর দেউলিয়া বিষয়ক আদালত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট নিষ্পত্তিকারীকে নির্দেশ দিবেন।

৫১ন। পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা—(১) ধারা ৫১ম-এর বিধানসাপেক্ষে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং কর্পোরেট দেনাদারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পূর্ণ সমাপ্তির পরও পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন অথবা অবসায়ক নিয়োগ পর্যন্ত কর্পোরেট দেনাদারের কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা করিবেন।

(২) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী এই অধ্যায়ের অধীনে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীকে প্রদত্ত সকল ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ধারা ৫১ধ-এর উপধারা ৪-এর অধীনে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর নিকট কর্পোরেট দেনাদারের সকল ধরনের তথ্য, দলিল অথবা নথি, যাহাই থাকে, পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী বরাবর হস্তান্তর করিবেন।

৫১প। পাওনাদার কমিটির সভা—(১) পাওনাদার কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে অথবা ভার্চুয়াল যে-কোনো মাধ্যমের দ্বারা সভায় মিলিত হইতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটির সকল সভা পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের নিকট পাওনাদার কমিটির প্রত্যেক সভার নোটিশ প্রদান করিবেন—

(ক) পাওনাদার কমিটির সকল সদস্য ও তাহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;

(খ) যথাযোগ্য পাওনাদার অথবা তাহাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

(৪) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত পরিচালকগণ, শেয়ারহোল্ডারগণ ও পরিকল্পনাকারী পাওনাদারগণের প্রতিনিধি, পাওনাদারের কমিটির সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন , কিন্তু উক্ত সভায় তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সভায় অনুরূপ কোনো পরিচালক , শেয়ারহোল্ডার বা ক্ষেত্রমতো , পরিকল্পনাকারী পাওনাদারগণের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলেও উক্ত সভার কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।

(৫) ধারা ৫১দ-এর উপধারা (৬), (৭) এবং (৮)-এর বিধানসাপেক্ষে পাওনাদার কমিটির যে-কোনো সদস্য তাহার প্রতিনিধি হিসাবে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দেউলিয়া নিষ্পত্তিকারী হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোনো দেউলিয়া নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারীই উক্ত নিষ্পত্তিকারীর যাবতীয় ফিস প্রদান করিবেন।

(৬) অপরিশোধিত দেনার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া ভোটাধিকারই প্রত্যেক পাওনাদার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৭) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী অপরিশোধিত দেনার ভিত্তিতে প্রত্যেক পাওনাদারের ভোটাধিকার নির্ধারণ করিবেন।

(৮) পাওনাদার কমিটির সকল সভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

৫১ফ। পেশাদার নিষ্পত্তিকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য—(১) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি রক্ষা ও ইহার মূল্য সংরক্ষণের জন্য এবং ব্যবসায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপধারা ১-এর অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী পেশাদার নিষ্পত্তিকারী নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন—

(ক) কর্পোরেট দেনাদারের ব্যাবসায়িক নথি ও দলিলসহ সকল ধরনের সম্পত্তি নিজের আয়ত্তে লইয়া আসিবেন;

(খ) সকল ধরনের বিচারিক, আধা-বিচারিক অথবা সালিশি কার্যক্রমে কর্পোরেট দেনাদারের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিনিধিত্ব করিবেন;

(গ) পাওনাদার কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি করিবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক পাওনাদারের জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের সমান অধিকার বা সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) হিসাবরক্ষক, আইনজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিবেন;

(ঙ) সকল দাবির একটি হালনাগাদ তালিকা তৈরি করিবেন;

(চ) পাওনাদার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং সভায় অংশগ্রহণ করিবেন;

(ছ) ধারা ৫১র-এর অধীনে একটি তথ্য স্মারক প্রস্তুত করিবেন;

(জ) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও যৌক্তিকভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাওনাদার কমিটির অনুমতি-সাপেক্ষে কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আহ্বান করিবেন;

(ঝ) পাওনার কমিটির নিকট নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করিবেন;

(ঞ) দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত করিবেন; এবং

(ট) প্রয়োজনীয় অন্য যে-কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

৫১ব। আর্থিক পাওনাদারের প্রতিনিধির অধিকার ও কর্তব্য—(১) ধারা ৫১দ-এর উপধারা (৬), (৭) এবং (৮)-এর অথবা ধারা ৫১প-এর উপধারা (৫) অনুযায়ী মনোনীত প্রতিনিধি আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে অনুমোদিত ভোটাধিকার প্রয়োগ, ব্যক্তিগতভাবে অথবা ভার্চুয়াল যে-কোনো মাধ্যমে, করিতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটির সভার বিষয়সূচি এবং কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট আর্থিক পাওনাদারের নিকট সরবরাহ করা উক্ত আর্থিক পাওনাদারের মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব হইবে।

(৩) আর্থিক পাওনাদারের মনোনীত প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারী আর্থিক পাওনাদারের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কার্য করিবে না এবং সকল সময় আর্থিক পাওনাদারের নির্দেশনা-অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি একই ব্যক্তি একাধিক আর্থিক পাওনাদারের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহা হইলে তিনি সকল আর্থিক পাওনাদার, যাহারা তাহাকে মনোনীত করিয়াছে, ইহার নির্দেশনা-অনুযায়ী কার্যক্রম করিবেন এবং ভোটাধিকার, সকল আর্থিক পাওনাদারের মোট ভোটাধিকার, প্রয়োগ করিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো আর্থিক পাওনাদার তাহার মনোনীত প্রতিনিধিকে কোনো নির্দেশনা প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবেন।

(৪) উপধারা ৩-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫১দ-এর উপধারা (৭) অনুযায়ী মনোনীত প্রতিনিধি তাহার নিয়োগকারী সকল আর্থিক পাওনাদারের পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন যদি সংশ্লিষ্ট পাওনাদারদের মোট সংখ্যার ন্যূনতম ৬৬ শতাংশ কর্তৃক 'মনোনীত প্রতিনিধি ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৫) তাহার নিয়োগকারী সকল আর্থিক পাওনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল ধরনের নির্দেশনা, আর্থিক পাওনাদারের ভোটাধিকারের বিষয় নিষ্পত্তিকারী অথবা অন্তর্বর্তীকালীন নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে, পাওনাদার কমিটির নিকট সরবরাহ করিবেন।

৫১ভ। লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিবে না—ধারা ৫১ফ-এর উপধারা ২-এর দফা (ঞ)-এ বর্ণিত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে এমন লেনদেন স্থগিতকরণের দরখাস্ত কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করিবে না।

৫১ম। পাওনাদার কমিটি কর্তৃক পেশাদার নিষ্পত্তিকারী স্থলাভিষিক্তকরণ—(১) যেক্ষেত্রে, দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার যে-কোনো স্তরে, পাওনাদার কমিটি মনে করেন যে, ধারা ৫১ধ-এর অধীনে নিযুক্ত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী পরিবর্তন করা আবশ্যক সেইক্ষেত্রে এই ধারায় বর্ণিত বিধানাবলি অনুসরণে বর্তমান নিষ্পত্তিকারীর স্থলে অন্য কোনো পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পাওনাদার কমিটি সর্বমোট ভোটাধিকারের ৬৬ শতাংশ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ধারা ৫১ধ-এর অধীনে নিযুক্ত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী পরিবর্তন করিয়া অন্য কোনো পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী, নির্ধারিত ফর্মে তাহার সম্মতিসাপেক্ষে, নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) পাওনাদার কমিটি প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর নাম দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আদালত নিষ্পত্তিকারীর নিয়োগ অনুমোদন করিবে যদি না তাহার বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বিচারাধীন থাকে । পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা চলমান নাই মর্মে প্রদত্ত সনদ সংশ্লিষ্ট পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা চলমান নাই উহার প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) উপধারা ৩-এর অধীনে প্রস্তাবিত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলমান থাকিলে ধারা ৫১ধ-এর অধীনে নিযুক্ত নিষ্পত্তিকারীই কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

৫১য। কতিপয় ক্ষেত্রে পাওনাদার কমিটির অনুমোদন নেওয়া—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পাওনাদার কমিটির পূর্বানুমতি ব্যতীত, কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন নিম্নলিখিত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না, যথা—

(ক) পাওনাদার কমিটির সভায় অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক দায় সৃষ্টি করা;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তির উপর কোনো জামানত বা দায় সৃষ্টি করা;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের পুঁজির পরিমাণ যে-কোনো উপায়ে পরিবর্তন করা;

(ঘ) কর্পোরেট দেনাদারের মালিকানার কোনো পরিবর্তন বা কর্পোরেট দেনাদারের কোনো সম্পত্তি বা শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করা;

(ঙ) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত অর্থ কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব হইতে অন্য কোনো হিসাবে বা ব্যক্তির নিকট বিকলন করিবার বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কোনো ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা;

(চ) কর্পোরেট দেনাদারের আইনগত কোনো দলিল সংশোধন করা;

(ছ) অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা অর্পণ করা;

(জ) তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট কর্পোরেট দেনাদারের কোনো অংশীদারের কোনো শেয়ার হস্তান্তর অথবা বিক্রির অনুমতি প্রদান;

(ঞ) কর্পোরেট দেনাদার অথবা ইহার অধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার কোনো পরিবর্তন সাধন করা;

(ট) স্বাভাবিক ব্যাবসায়িক লেনদেন ব্যতীত অন্য কোনোভাবে অথবা অন্য কোনো চুক্তির অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের কোনো স্বার্থ হস্তান্তর করা;

(ঠ) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জনবলের নিয়োগের কোনো শর্ত পরিবর্তন করা;

(ড) কর্পোরেট দেনাদারের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক অথবা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকের নিয়োগের শর্ত পরিবর্তন;

(২) উপধারা ১-এ বর্ণিত যে-কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী পাওনাদার কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সভার অনুমোদন প্রত্যাশা করিবেন।

(৩) উপধারা ১-এ বর্ণিত কোনো বিষয়ে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীকে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বমোট ভোটাধিকারের ন্যূনতম ৬৬ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পাওনাদার কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপধারা ১-এ বর্ণিত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৫১র। তথ্য স্মারক প্রস্তুতকরণ—(১) পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী নিষ্পত্তি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি, নির্ধারিত ফর্ম এবং নির্ধারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি তথ্যস্মারক প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপধারা ১ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্যস্মারকে অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্য কর্পোরেট প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবেন এই শর্তে যে তিনি—

(ক) আন্তঃবাণিজ্য ও গোপনীয়তাসম্পর্কিত আইন অনুসরণ করিবেন;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(গ) তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নিকট তথ্য সরবরাহ করিবেন না।

৫১ল। যেসকল ব্যক্তি দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির আবেদনের যোগ্য হইবেন না—নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ার আবেদনের এবং নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না—

(ক) যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইতে মুক্ত হয় নাই;

(খ) যে ব্যক্তি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে খেলাপি ঋণ গ্রহীতা বলিয়া বিবেচিত;

(গ) কর্পোরেট দেনাদারের হিসাবের ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি যিনি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর অধীনে খেলাপি ঋণ এবং ঋণ খেলাপিত্ব হইতে মুক্ত হইবার ১ (এক) বৎসর অতিবাহিত হয় নাই:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ব্যক্তি দেনার বিলম্বিত চার্জসহ সুদ পরিশোধ করিলে তিনি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া পরিকল্পনা উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইলে অথবা কর্পোরেট দেনাদারের কোনো পক্ষ না হইলে তাহার ক্ষেত্রে এই দফার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ১ : এই দফার অধীনে 'দেনাদারের পক্ষ' বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে থাকা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যদি এটি কর্পোরেট দেনাদারের আর্থিক পাওনাদার হইয়া থাকে এবং যেক্ষেত্রে লেনদেনটি আর্থিক দেনাদারের দেনা ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরকরণ অথবা স্থলাভিষিক্তকরণ-সম্পর্কিত যাহা দেউলিয়াত্ব প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ২ : এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেক্ষেত্রে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারীর একটি হিসাব রহিয়াছে অথবা কর্পোরেট দেনাদারের হিসাব পরিচালনা করে এমন কোনো উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপি হইয়া থাকেন তাহা হইলে আবেদনের পূর্বে দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি ঐ ধরনের অনুমোদনের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইনের অধীনে ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে কোনো কোম্পানির পরিচালক হিসাবে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত ব্যক্তি;

(চ) যদি তিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সিকিউরিটি মার্কেটে ব্যবসায় পরিচালনা হইতে নিষিদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ছ) কর্পোরেট দেনাদারের এমন হিসাবের উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপনাকারী অথবা নিয়ন্ত্রক যে হিসাব হইতে সন্দেহজনক, আইনবিরোধী, প্রতারণামূলক অথবা অননুমোদিত লেনদেন করা হইয়াছে যেক্ষেত্রে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত আদেশ প্রদান করিয়াছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের পর দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক আদেশের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারী কর্তৃক কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি দখলের পূর্বে সন্দেহজনক, আইনবিরোধী, প্রতারণামূলক অথবা অননুমোদিত লেনদেন করা হইলে সেই হিসাবের ক্ষেত্রে এই দফার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(জ) যে ব্যক্তি পাওনাদারদের পক্ষে কর্পোরেট দেনাদারের বিরুদ্ধে কোনো জামিননামা সম্পাদন করিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদন করা হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে পাওনাদার কর্তৃক পাওনা দাবি করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পাওনা বা অংশত অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(ঝ) দফা (ক) হইতে (জ)-তে বর্ণিত কার্যাবলি বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত হইলেও তিনি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; এবং

(ঞ) দফা (ক) হইতে (জ)-তে বর্ণিত ব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ব্যাখ্যা ১ : এই দফার অধীনে 'সম্পর্কিত ব্যক্তি' বলিতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে—

(অ) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আবেদনকারীর উদ্যোক্তা অথবা ব্যবস্থাপনাকারী;

(আ) আবেদনকারীর ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা অথবা পরিচালনাকারী; বা

(ই) আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি, অধীনস্ত কোম্পানি অথবা সহায়ক কোম্পানি:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাখ্যা ১-এর দফা (ই)-এর কোনো কিছুই এমন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্পোরেট দেনাদার সম্পর্কিত কোনো পক্ষ নহেন।

ব্যাখ্যা ২ : এই ধারার অধীনে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত পূরণ করে এমন নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে, যথা—

(অ) যে-কোনো তপশিলি ও বিশেষায়িত ব্যাংক;

(আ) বিদেশি যেকোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সিকিউরিটি মার্কেট অথবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাহা IADA এবং International Organization of Securities Commission Multilateral Memorandum of Understanding-এর স্বাক্ষরকারী;

(ই) যে-কোনো বিনিয়োগ বাহন (Investment Vehicle), বিদেশি নিবন্ধিত বিনিয়োগকারী, বিদেশি নিবন্ধিত যেকোনো দফতর, বিদেশি পুঁজি ঝুঁকি বিনিয়োগকারী যাহারা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭নং আইন)-এর বিধান এবং শর্ত পূরণ করে; এবং

(ঈ) অন্য এমন সকল প্রতিষ্ঠান যাহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

৫১শ। নিষ্পত্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন —(১) দেউলিয়া নিষ্পত্তির আবেদনকারী তথ্য স্মারকের ভিত্তিতে প্রস্তুতপূর্বক একখানা নিষ্পত্তি পরিকল্পনা, ৫১ল ধারা অনুযায়ী আবেদনের যোগ্য মর্মে অ্যাফিডেভিট-সহকারে, পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী তাহার নিকট উপস্থাপিত সকল নিষ্পত্তি পরিকল্পনার নিম্নোক্ত বিষয়াবলি যাচাই করিবেন—

(ক) নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার খরচাদি জমা করিয়াছেন কি না;

(খ) যথাযোগ্য পাওনাদারের দেনা পরিশোধের নিমিত্তে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা করিয়াছেন কি না;

ব্যাখ্যা : এই উপধারার অধীনে আদালত তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য দেনার পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা ২-এর শর্ত পূরণসাপেক্ষে পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক তাহা অনুমোদনের জন্য পাওনাদার কমিটির নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীনে প্রস্তুতকৃত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে গঠিত কমিটি উপ-ধারা (২)-এর শর্ত পূরণ করিয়াছে কি না তাহা যাচাইপূর্বক পাওনাদার কমিটি ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে জামানতধারী, জামানতবিহীন উভয় আর্থিক পাওনাদারগণের এবং , প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শেয়ার হোল্ডার গণের, ভোটাধিকার শেয়ারের ন্যূনতম ৬৬% (ছেষট্টি শতাংশ) ভোটের মাধ্যমে একটি নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জামানতধারী এবং জামানতবিহীন উভয় আর্থিক পাওনাদারগণের এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, শেয়ার হোল্ডার গণের নিজস্ব শ্রেণিতে এবং পৃথকভাবে স্ব-স্ব শ্রেণিতে নিষ্পত্তি পরিকল্পনায় ভোট প্রদানে র সমান অধিকার থাকিবে:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, পেশাদার নিষ্পত্তিকারী, পাওনাদার কমিটির সহিত আলোচনাক্রমে, প্রযোজ্য সকল শ্রেণিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৫) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার আবেদনকারী পাওনাদার কমিটির সভায়, যেখানে নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রহিয়াছে, অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের আবেদনকারী আর্থিক পাওনাদার না হইলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না;

এবং আরও শর্ত থাকে যে, কেবল সেই সকল পাওনাদার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন যাহাদের অধিকারসমূহ নিষ্পত্তি পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবর্তিত হইয়াছে।

(৬) পাওনাদার কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে আবেদনকারী তাহা দেউলিয়া বিষয়ক আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

৫১ষ। নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন—(১) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ধারা ৫১ষ-এর উপধারা (৪)-এর অধীনে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ-এর উপধারা (২)-এ বর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত উক্ত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে এইরূপ নিষ্পত্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায়সম্পর্কিত কোনো তথ্য উক্ত পরিকল্পনায় উল্লেখ রহিয়াছে কি না তাহা যাচাই করিবেন।

(২) উপধারা ১-এর অধীনে অনুমোদিত পরিকল্পনা নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলক হইবে—

(ক) কর্পোরেট দেনাদার;

(খ) কর্পোরেট দেনাদারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সদস্য ও পাওনাদারগণ;

(গ) স্থানীয় সরকার ও অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যাহাদের নিকট কর্পোরেট দেনাদার দায়বদ্ধ; এবং

(ঘ) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার সহিত সম্পৃক্ত জামানতদার ও সুবিধা গ্রহণকারী।

(৩) দেউলিয়া বিষয়ক আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পাওনাদার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ-এর উপধারা (৪)-এর অধীনে পাওনাদার কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা ধারা ৫১ষ-এর উপধারা (২)-এ বর্ণিত শর্তগুলি পূরণ করে নাই, তাহা হইলে আদালত এইরূপ পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিবে।

(৪) উপধারা ১-এর অধীনে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হইতে—

(ক) ধারা ৫১ট অনুযায়ী দেউলিয়া বিষয়ক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দেনা স্থগিতকরণ আদেশের যথাযোগ্যতা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) পেশাদার নিষ্পত্তিকারী তাহার নিকট সংরক্ষিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা-সংক্রান্ত সকল ধরনের দলিলপত্র ও নথি দেউলিয়া বিষয়ক আদালতের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(৫) নিষ্পত্তি পরিকল্পনার আবেদনকারী নিষ্পত্তি পরিকল্পনার উপধারা ১-এর অধীনে দেউলিয়া-বিষয়ক আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা অনুমোদনের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে দেউলিয়া বিষয়ক আদালত হইতে অন্য যেকোনো আইনে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

১৬। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৬১-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৬১-এর উপধারা (১)-এর দফা (গ)-এর 'হইয়াছেন' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেনাদার কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'রিসিভার' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে , পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী ' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে।

১৭। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৬১ক-এর সংযোজন—উক্ত আইনের ধারা ৬১-এর পর নিম্নরূপ নূতন একটি ধারা ৬১ক সংযোজিত হইবে, যথা—

"৬১ক। অবমূল্যায়িত লেনদেন —(১) যদি রিসিভার বা ক্ষেত্রমতো, পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদারের লেনদেন পরীক্ষার পর এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে , সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কতিপয় অবমূল্যায়নকৃত লেনদেন করা হইয়াছে , তাহা হইলে তিনি আদালতের নিকট উক্ত লেনদেন ফলবিহীন ও ফলাফল রহিত ঘোষণা করিবার জন্য আবেদন করিবেন।

(২) কোনো লেনদেন অবমূল্যায়িত মর্মে বিবেচিত হইবে যদি কর্পোরেট দেনাদার—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কোনো উপহার প্রদান করেন; বা

(খ) কোনো ব্যক্তির সহিত এক বা একাধিক পরিসম্পদ লেনদেন করেন যাহা উক্ত ব্যক্তির যে পণ্যের সহিত লেনদেন করা হইয়াছে উহার মূল্য দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদার কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যের মূল্য অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম , দেনাদার বা কর্পোরেট দেনাদারের ব্যব সায়ের সাধারণ কার্যক্রম হিসাবে উক্ত লেনদেন করা হয় নাই।

ব্যাখ্যা ১ : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সংশ্লিষ্ট মেয়াদ' অর্থ নিম্নবর্ণিত কোনো মেয়াদ—

(ক) কোনো ব্যক্তির সহিত লেনদেনের ক্ষেত্রে , অবসায়ন বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী ১ (এক) বৎসর; বা

(খ) দেনাদারের পক্ষের সহিত লেনদেনের ক্ষেত্রে , অবসায়ন বা কর্পোরেট দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী ২ (দুই) বৎসর।

ব্যাখ্যা ২—'কর্পোরেট দেনাদার' অর্থ কোনো কর্পোরেট ব্যক্তি যিনি কোনো আর্থিক পাওনাদার বা ব্যাবসায়িক পাওনাদারের নিকট ঋণগ্রস্ত।

১৮। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৬২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৬২-এর 'কেবল রিসিভার' শব্দ দুইটির পর 'বা পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'যে, রিসিভার' শব্দ দুইটি ও কমা (,)-এর পর 'বা পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৯। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৬৪-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর 'তালিকায় অন্তর্ভুক্ত' শব্দ দুইটির পর 'রিসিভারগণের' শব্দটির স্থলে 'রিসিভার বা পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীগণের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ।

(খ) উপধারা (১)-এর দফা (ঘ)-এর 'অনুমোদিত' শব্দটির পর 'পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারীর' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'তালিকায় অন্তর্ভুক্ত' শব্দ দুইটির পর 'প্রতিষ্ঠান বা' শব্দ দুইটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপধারা (১)-এর দফা (ঙ)-এর 'রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি' শব্দগুলির পর 'বা প্রতিষ্ঠান' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে, 'উক্ত তালিকা বহির্ভূত কোনো' শব্দগুলির পর 'উপযুক্ত পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান বা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'ব্যক্তিকে' শব্দটির পর 'বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঘ) উপধারা (৩)-এর দফা (খ)-এর 'উক্তরূপে নিযুক্ত' শব্দ দুইটির পর 'পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী প্রতিষ্ঠান বা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঙ) উপধারা (৪)-এর 'আদালত,' শব্দটি ও কমা (,)-এর পর 'আর্জিকারী পাওনাদার বা দেনাদার এবং রিসিভারের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) কিংবা অন্য দেনাদারের স্বার্থ হানি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কিংবা রিসিভারের মৃত্যু হইলে কিংবা রিসিভার অপারগতা প্রকাশ করিলে,' শব্দগুলি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে এবং 'অপসারণ করিতে' শব্দ দুইটির পর 'এবং নূতন রিসিভার নিয়োগ প্রদান করিতে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(চ) উপধারা (৪)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা—

'(৫) আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে রিসিভার স্বীকৃতি (acknowledgement) বা অপারগতা (incapacity) লিখিতভাবে আদালতকে জানাইবে। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিবে—

(ক) রিসিভার, পূর্ণ সময়, দেশে অবস্থান করিয়া এই আইনের বিধানসাপেক্ষে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনা করিবে মর্মে অঙ্গীকারপত্র, এবং

(খ) পাওনাদার বা কোনো দেনাদারের সহিত তাহার ব্যাবসায়িক বা পারিবারিক বা সামাজিক, অতীত কিংবা বর্তমান, সম্পর্ক নাই মর্মে প্রতিপাদিত ঘোষণাপত্র।

তবে, আদালত এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, আর্জিকারী পাওনাদার বা দেনাদার এবং রিসিভারের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত (conflict of interest) কিংবা অন্য দেনাদারের স্বার্থ হানি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং রিসিভার নিরপেক্ষভাবে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে।'

২০। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৬৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর—

(ক) উপধারা (২)-এর পর নিম্নরূপ একটি উপধারা (২ক) সংযোজিত হইবে, যথা—

'(২ক) রিসিভার কর্তৃক বণ্টনযোগ্য সম্পদ বিক্রয় বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩ ধারায় বর্ণিত কার্যধারা যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিবে;'

(খ) উপধারা (৫)-এর দফা (গ)-এর 'ইচ্ছাকৃত ত্রুটি' শব্দগুলির পর 'বা প্রতারণাপূর্ণ (fraudulent) যোগসাজশ' শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপধারা (৫)-এর দফা (গ)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা—

'(ঘ) দেনাদার কিংবা দখলদারদের দখলে বা হেফাজতে রক্ষিত ব্যাংক ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ১ (এক) বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ঐ বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানি বা ব্যাংক কোম্পানিসমূহের উপর ন্যস্ত করিয়া একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে যাহা সম্পত্তিটির দখল, মালিকানা ও বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি করিবার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।'।

২১। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৭১-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৭১-এর উপধারা (১)-এর দফা (ক)-এর 'যেকোনো ব্যক্তিকে' শব্দগুলির পর 'কিংবা পাওনাদার কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পুঁজিবাজারের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান বা ট্রাস্টি হইলে উহাকে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৭৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৭৫-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর দফা (খ)-এর 'অনধিক ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা' শব্দগুলি, সংখ্যা, দশমিক (.) ও বন্ধনীর পরিবর্তে 'শ্রমআইন, ২০০৬-এ নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি' শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমা (,) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপধারা (১)-এর দফা (গ)-এর 'সকল ব্যাংক ঋণ' শব্দগুলির পর কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে এবং কমার (,) পর 'জামানতধারী পাওনাদারগণের দাবিসহ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপধারা (১)-এর দফা (ঙ)-এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (চ) ও (ছ) সংযোজিত হইবে, যথা—

> '(চ) যদি দেনাদার কোনো কোম্পানি হয় , তাহা হইলে ধারা ৪৩ বা ৪৬ বা অধ্যায় ৫ -এর অধীন উক্ত কোম্পানির পুনর্বিন্যাস কার্যক্রম চলাকালীন উক্ত কোম্পানি কর্তৃক ধারকৃত সকল দেনা; এবং
>
> (ছ) রিসিভার কিংবা পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য দাবি" ।

(ঘ) উপধারা (৮)-এর 'দেনাদার' শব্দটির পর 'বা কর্পোরেট দেনাদার' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৭৬-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৭৬-এর উপধারা (৩)-এর দফা (ঙ)-এর '১০০ (একশত)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '১,০০০ (এক হাজার)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৮৪-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৮৪-এর উপধারা (১)-এর দফা (থ)-এর পর নিম্নরূপ একটি দফা (দ) সংযোজিত হইবে, যথা—

'(দ) যেক্ষেত্রে কর্পোরেট দেনাদার, উহার কোনো কর্মকর্তা বা পাওনাদার বা অধ্যায় ৫-ক এর ধারা ৫১ (ষ)-এর অধীন অনুমোদিত নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাধ্য তামূলক এইরূপ কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নিষ্পত্তি পরিকল্পনার কোনো শর্ত ভঙ্গ করেন বা করিতে সহায়তা করেন , সেইক্ষেত্রে উক্ত দেনাদার, কর্মকর্তা, পাওনাদার বা ব্যক্তি।'

২৫। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৮৯-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৮৯-এর 'প্রথম শ্রেণির'-এর পর 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৯৪-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৯৪-এর উপধারা (১)-এ নিম্নরূপ দফা (ঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা—

‘(ঙ) পাসপোর্ট জব্দকরণ বা বাতিল, বিদেশ ভ্রমণ, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, কোম্পানির পরিচালক কিংবা ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ, গাড়ি ক্রয়, একাধিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা কিংবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত যেকোনো ধরনের অযোগ্যতা;’।

২৭। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ৯৬-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৯৬-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর ‘অতিরিক্ত জেলা জজ বা জেলা জজ’ শব্দগুলির স্থলে ‘কোনো দেউলিয়া বিষয়ক আদালত’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপধারা (৫)-এর দফা (ধ)-এর পর একটি নূতন দফা (ণ) সংযোজিত হইবে, যথা—

‘(ণ) অধ্যায় ৫-ক এর ধারা ৫১(ষ)-এর অধীন নিষ্পত্তি পরিকল্পনা বাতিলের বা সংশোধনের আদেশ;’

২৮। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ১০২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১০২-এর ‘সাপেক্ষে,’ শব্দ ও কমা (,)-এর পর ‘ই-মেইল কিংবা মোবাইল এসএমএস’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৯। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ নং আইনের ধারা ১১৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১১৭-এর উপধারা (২) -এর অধীনে নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা—

‘(ছ) কর্পোরেট দেনাদারের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি; এবং

(জ) পেশাদার দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তিকারী তালিকাভুক্তি ও নিবন্ধন, ইত্যাদি।’